EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ্ মরিয়ার্টির বক্তৃতা
সিলেট বণিক ও শিল্প সমিতি
৩রা আগস্ট, ২০০৯, সন্ধ্যা ছয়টা
হোটেল নির্ভানা ইন, সিলেট

শুভ অপরাহ্ন। আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য সিলেট বণিক ও শিল্প সমিতির সভাপতি জনাব জুনুন মাহমুদ খানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের সন্ধ্যায় আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি সমিতির কর্মকর্তা, সদস্য ও অতিথিবর্গকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। *আফনারার মাঝে আইয়া আমি খুব খুশি।*

বাংলাদেশের এই অপরূপ ও সমৃদ্ধ অঞ্চলে এসে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। একই সাথে এটি দেশের অন্যতম দ্রুত পরিবর্তনশীল অঞ্চলও বটে। চায়ের জন্য সুবিখ্যাত সিলেট অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগের চালিকাশক্তি হিসেবেও ক্রমশই পরিচিত হয়ে উঠছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও প্রবাসী-আয় বৃদ্ধির ফলে এটি বাংলাদেশের অন্যতম গতিশীল অঞ্চল বলেও পরিগণিত হচ্ছে।

সিলেটের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আমাদের সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আজকের বিশ্বায়িত পৃথিবী সমগ্র সামাজিক গোষ্ঠীকেই রূপান্তর করার ক্ষমতা রাখে। উদারনৈতিক বাণিজ্য নীতির কার্যকারিতা নিয়ে কিছু কিছু লোকের সন্দেহ আছে। তাদের ধারণা মুক্ত বাণিজ্য উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত হবে না। আমি তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করি। আমি বিশ্বাস করি সিলেটের উদাহরণ সাক্ষ্য দেয় যে বৈশ্বিক অর্থনীতি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে, সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে, সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করতে পারে এবং ঘটাতে পারে সারা বাংলাদেশে জীবনমানের উন্নয়ন।

বস্তুত বৈশ্বিক অর্থনীতির কারণে বাংলাদেশ এতটা অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছে। গত বিশ বছরে দেশটির অসাধারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনেকটাই অধিকতর উন্মুক্ত ও আন্তঃসংযুক্ত বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থারই ফল। ভেবে দেখুন বিদেশ থেকে বাংলাদেশের শ্রমিকরা প্রবাসী-আয় (রেমিটেন্স) না পাঠালে বা তৈরি পোশাক শিল্প বিশ্বের নানা প্রান্তে পোশাক রফতানি না করলে দেশটি কোথায় থাকত?

সন্দেহ নেই বৈশ্বিক অর্থনীতি এখন একটা কঠিন সময় পার করছে। কেউ কেউ বিশ্বায়নকে বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার কারণ হিসেবে দায়ী করেন। অনেক দেশে সমালোচকরা তাদের সরকারকে আহবান জানাচ্ছেন বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা বৃদ্ধি করতে। তাদের আশা এর মাধ্যমে তাদের অর্থনীতি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। আমাদেরকে অবশ্যই এই চিন্তা পরিত্যাগ করতে হবে। মিথ্যা প্রতিজ্ঞার ওপর এটি একটি ফাঁকা প্রতিশ্রুতি।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবাদে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থের পক্ষে নেতৃস্থানীয় অ্যাডভোকেট হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। আমি বাংলাদেশকে উৎসাহ দেই উন্নয়নশীল দেশের নেতা হিসেবে তার নেতৃত্বের প্রসার ঘটাতে এবং

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধাবলির পক্ষ-প্রচারক (অ্যাডভোকেট) হওয়ার জন্য। পুরোনো আদর্শবাদী চিন্তায় দেশে-বিদেশে যারা সংরক্ষণবাদী নীতিতে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন বাংলাদেশের উচিত তাদেরকে প্রতিরোধ করা। চ্যালেঞ্জিং অর্থনৈতিক পরিবেশ সত্ত্বেও ৩০শে জুন শেষ হওয়া বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.৯ শতাংশ। বর্তমান হিসাব অনুযায়ী এবছরও অনুরূপ প্রবৃদ্ধি হবে। এই বাণিজ্যের অধিকাংশই সঞ্চালিত করেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রেরিত রেমিটেন্সের (প্রবাসী-আয়) প্রবৃদ্ধি এবছর বেড়ে দাঁড়াবে ৯ শতাংশ। ক্রমশই এসব প্রবাসী-আয় কেবল ভোগ নয়, বিনিয়োগের জন্যই ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব প্রবাসী-আয় আপনার সন্তান ও আপনার সন্তানের সন্তানসন্ততির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে। চলমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সঠিক উপায় হল সীমান্ত রুদ্ধ করে বাণিজ্যের ওপর নতুন নতুন বাধা আরোপ করা নয়, বরং বিনিয়োগ ও দীর্ঘ-মেয়াদি প্রবৃদ্ধি-বান্ধব নীতিমালা আরো বৃদ্ধি করা, কারণ বাধা আরোপ করা হলে তা এই অর্থনীতির জীবনীশক্তিকে স্তিমিত করবে।

আমি আশা করি আপনারা সকলে এসব নীতিমালা অব্যাহত রাখা ও শক্তিশালীকরণের পক্ষে প্রচারণা চালাবেন। এগুলো সিলেটের উন্নয়নে সাহায্য করেছে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে সরকারের অর্থতৈনিক নীতিমালার ক্ষেত্রে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব রয়েছে। আমি আশা করি দায়িত্বশীল নীতিমালা উৎসাহিত করায় আপনারা আপনাদের প্রভাব খাটাবেন।

আমি অবগত আছি যে সরকার এখন সিলেটে "বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল" প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। আমাকে বলা হয়েছে সম্ভাব্যতা জরিপ এখন চলছে, কিন্তু আমি বেসরকারি ব্যবসার ভূমিকা বৃদ্ধিতে বর্তমান ইপিজেড মডেল চালু করার ধারণাকে স্বাগত জানাই। "বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল" বা "এসইজেড"-এর মত উদ্ভাবনী ধারণা চলমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুবিধা তুলে আনতে বাংলাদেশকে সাহায্য করবে। কারণ এতে আরো বিদেশি বিনিয়োগ আসবে এবং টেকসই ও ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নয়নে সহায়ক উন্মুক্ত ব্যবসার পরিবেশ তৈরি হবে।

আমেরিকার জনগণ ও বাংলাদেশের সরকার এদেশের জন্য অতি জরুরি স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য নিরাপত্তার মত প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করতে একে অপরের সাথে একযোগে কাজ করবে। কিন্তু ইতিহাস আমাদেরকে শিখিয়েছে যে শক্তিশালী ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে সবচেয়ে কার্যকর পথ। এই প্রবৃদ্ধি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপরই বেশি নির্ভর করে, এবং এই বাণিজ্য অনুসন্ধানে বাংলাদেশের সক্ষমতা অধিকাংশই নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক নীতির ওপর। আমি আবারো প্রত্যাশা করি যে সিলেট বণিক ও শিল্প সমিতি বাংলাদেশের জনগণের উপকারার্থে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শক্তি অনুসন্ধানে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবে।

আজকের সন্ধ্যায় আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি আবারো আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এখন আপনাদের সবার সাথেই আরো কিছু কথা বলতে চাই।

==========

**বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত*

জিআর/ ২০০৯